দৈনিক
ইনকিলাব

৩৪
তারিখ ... JUN 25 2006 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭ .....

ভাল কলেজে ভাত সংকট প্রসঙ্গে

এবার এসএসসি পরীক্ষায় ভাল ফল করেও হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী ভাল কলেজে ভর্তি হতে পারবে না বলে আশংকা করা হচ্ছে। সারা দেশে এবার জিপিএ-৫ পেয়েছে ২৪ হাজার ৩৮৪ জন ছাত্রছাত্রী। তাদের সবার লক্ষ্য রাজধানীর ভাল কলেজে ভর্তি হওয়া। এটা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু ঢাকার নামীদামী ভাল কলেজের সংখ্যা দশ-বারোটির বেশী নয়। এগুলোর মোট আসনসংখ্যা সাড়ে ৮ হাজারের মত। এই হিসাবে দেখা যাচ্ছে, জিপিএ-৫ পাওয়া ছাত্রছাত্রীর মধ্যে প্রায় ১৬ হাজার ছাত্রছাত্রীই রাজধানীর ভাল খ্যাতনামা কলেজে ভর্তি হতে পারবে না। এবার ৩.৫ থেকে জিপিএ-৫ পাওয়া ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১ লাখ ৯৯ হাজার ১৪৬ জন। আর ২০০৫ সালের হিসাব অনুযায়ী দেশের ২৪১টি সরকারী কলেজের আসনসংখ্যা ৯৯ হাজার ৩৮৬। এতে দেখা যায়, সরকারী কলেজে ভর্তি হতে পারবে না, এমন শতকরা ৬০ ভাগের বেশী নম্বর পাওয়া ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১ লাখ ৬ হাজার ৭৬৫ জন। এবার সারা দেশে এসএসসি পাস করেছে ৪ লাখ ৬৬ হাজার ৭৩২ জন এবং সরকারী-বেসরকারী কলেজ মিলিয়ে দেশে মোট আসনসংখ্যা ৪ লাখ ৬৩ হাজার ৩০০টি। এ বছর আসন সংকট দেখা দেবে তা বলা যাবে না। তবে ভাল ফল করা দুই-তৃতীয়াংশ ছাত্রছাত্রীকেই নামীদামী বা ভাল কলেজে ভর্তি হওয়া থেকে বঞ্চিত হতে হবে।

এসএসসিতে এবার জিপিএ-৫ পেয়েছে বেশী ছাত্রছাত্রী। এটা শুভ লক্ষণ হলেও বাস্তবে ভাল ফল করা ছাত্রছাত্রীদের ভাল কলেজে ভর্তি এক বড় সমস্যা হয়ে উঠতে যাচ্ছে। এবার ফল প্রকাশের সাথে সাথেই এই বিষয়টি অভিভাবকদের উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। প্রতিবছরই 'ভাল কলেজ' বলে চিহ্নিত রাজধানীর কিছু কলেজে ভর্তির জন্য প্রচণ্ড ভিড় হয়। অন্যদিকে, অধিকাংশ কলেজ বিজ্ঞাপন দিয়ে সাধাসাধি করেও ছাত্র ভর্তি করাতে পারে না। এই চিত্র প্রতিবছরই দেখা গেলেও সরকার এ বিষয়টির প্রতি কখনো মনোযোগ দেয়নি। শুধু কলেজের ক্ষেত্রে নয়, স্কুলের ক্ষেত্রেও এই একই কথা প্রযোজ্য। অর্থাৎ উন্নত-মানসম্পন্ন লেখাপড়া মুষ্ঠিমেয় কিছু স্কুল-কলেজে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ছে। গত বছরই শিক্ষাভবন সূত্রের বরাত দিয়ে এক খবরে বলা হয়েছিল যে, মাধ্যমিক পর্যায়ের মোট কলেজের প্রায় এক-তৃতীয়াংশই ছাত্রশূন্য অবস্থায় পড়ে আছে বছরের পর বছর। কলেজ আছে ছাত্র নেই শ্রেণীর কলেজের সংখ্যা ৮৮৪টি বলেও উল্লেখ করা হয়েছিল। ভাল বলে খ্যাত রাজধানীসহ বড় বড় শহরকেন্দ্রিক কলেজগুলোতে ভর্তির প্রচণ্ড চাপ এবং সাধারণ কলেজগুলোতে কেউ ভর্তি হতেই যায় না। কারণ এসব কলেজে পড়াশোনার মান মোটেই উন্নত নয়। কর্তৃপক্ষের যথাযথ নজরদারি ও শিক্ষকদের দায়িত্বশীলতা না থাকায় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেও অনীহা ও উদাসীনতা দেখা দেয়ায় দেশের অধিকাংশ কলেজে পড়াশোনার মান ক্রমাগত নীচে নেমে যাচ্ছে। কিন্তু ভাল বলে খ্যাত অল্পসংখ্যক স্কুল-কলেজে পড়াশোনার মান যে বাড়ছে, তার প্রমাণ পাবলিক পরীক্ষাগুলোতে ছাত্রছাত্রীদের ভাল ফলাফল। গত কয়েক বছরে পাসের হার যেমন বেড়ে চলেছে, তেমনি জিপিএ-৫ পাওয়া ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যাও বেড়ে চলেছে। এবার জিপিএ-৫ পেয়েছে ২৪ হাজার ৩৮৪ জন, গত বছর জিপিএ-৫ পেয়েছিল ১৫ হাজার ৬৩১ জন, ২০০৪ সালে পেয়েছিল ৮ হাজার ৯৭ জন এবং ২০০৩ সালে পেয়েছিল ১ হাজার ৩৮৮ জন।

রাজধানী ও বড় শহরগুলোর অতি সীমিতসংখ্যক স্কুল-কলেজে ভাল ফল করা ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেলেও প্রকৃতপক্ষে ভাল স্কুল-কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে না। আর এ কারণেই আজ ভাল ফল করা ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদের উদ্বেগ বাড়ছে। এবার ছাত্রছাত্রী পাসের যে সংখ্যা, তাতে দেশের কলেজগুলোতে তাঁদের স্থানাভাব হওয়ার কথা নয়। কিন্তু দেশের সকল কলেজে ভাল মানের শিক্ষার নিশ্চয়তা বিধান না করে এ কথা বলা যাবে কি করে? অধিকাংশ কলেজে উচ্চমান তো দূরের কথা মোটামুটি গ্রহণযোগ্য শিক্ষামান অর্জনের জন্যও এ যাবত ন্যূনতম কোন উদ্যোগ যে গৃহীত হয়নি, তা বিশদ বলার অপেক্ষা রাখে না। গ্রামের স্কুল-কলেজগুলো থেকে এখন ছাত্রছাত্রীদের ভাল ফল করা অনেকটাই স্বপ্নের মত ব্যাপারে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য পড়াশোনার মান বাড়ানোর মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের মেধার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটানো। তাহলেই জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মেধাবী কর্মীর যোগান দেয়া সম্ভব হবে। এজন্য সারা দেশের স্কুল-কলেজে উন্নত পরিবেশসহ লেখাপড়ার মান উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা যাতে কর্মজীবনে শিক্ষকতা পেশায় আকৃষ্ট হয়, সেজন্যও উৎসাহব্যঞ্জক উদ্যোগ নিতে হবে। দেশের সকল স্কুল-কলেজকেই ভাল স্কুল-কলেজে পরিণত করা যেদিন আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হবে, সেদিনই বলা যাবে যে, শিক্ষার উন্নয়নে